

ওয়েস্টফেলিয়া শান্তি চুক্তি – ১৬৪৮

ইউরোপীয়ান রিফরমেশনের মাধ্যমে খ্রিস্টান ধর্ম ২ ভাগে বিভক্ত হয়ে পরে- ক্যাথলিক (যারা পোপের পক্ষে ছিলো) এবং প্রটেস্ট্যান্ট (যারা পোপের বিপক্ষে ছিলো) । প্রটেস্ট্যান্টের নেতা ছিলেন জার্মানির ধর্ম সংস্কারক **মার্টিন লুথার**। এর রিফরমেশনের ফলে ইউরোপে ৩০ বছর ধরে ধর্ম যুদ্ধ চলে। অতঃপর ১৬৪৮ সালে জার্মানির ওয়েস্টফেলিয়া শহরে ৩টি শান্তি চুক্তি হয় যার মাধ্যমে ৩০ বছরের ধর্ম যুদ্ধের সমাপ্তি হয়।

এ সময় ৩টি চুক্তি হয়ঃ

১. পিস অফ মুনস্টারঃ ডাচ-স্পেনের মধ্যে (৮০ বছরের যুদ্ধের অবসান হয়)

২. মুনস্টার চুক্তিঃ রোমান-ফ্রান্স

৩. ওসনারাক চুক্তিঃ রোমান-সুইডেন

ফলাফলঃ ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শুরু ও আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারণা স্থাপন (Modern nation-state system)

ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব (১৬৮৮-৮৯)

১৬৪৮ সালে ওয়েস্টফেলিয়া শান্তিচুক্তির মাধ্যমে ইউরোপে ক্যাথলিক-প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যকার ৩০ বছরের ধর্ম যুদ্ধ শেষ হয়। এরপর ইংল্যান্ডের রাজা ২য় জেমস পুনরায় ক্যাথলিকতন্ত্র চালু করতে চান। কিন্তু এবার তার বিরোধিতা করেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যগণ (House of Lords) । এই বিপ্লবে পার্লামেন্টের সদস্যগণ সুবিধাজনক স্থানে নিজেদের নিতে সক্ষম হন এবং **১৬৮৯** সালে ইংল্যান্ডে ঐতিহাসিক **Bill of Rights** পাশ করেন।

ফলাফলঃ এর ফলে ইংল্যান্ডে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা পায়। **১৭০৭** সালে গ্রেট ব্রিটেনে পার্লামেন্ট চালু হয় যা পৃথিবীর প্রাচীনতম সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থার সূচনা করে।

বি. দ্র.: ইংল্যান্ডে ১২১৫ সালে পার্লামেন্ট চালু হয়

গ্রিসঃ প্রাচীনতম গণতন্ত্র
ব্রিটেনঃ প্রাচীনতম সংসদ

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৭৭৫-৮৩)

ব্রিটেনের বণির সম্প্রদায় আমেরিকার **১৩ টি অঙ্গরাজ্যে** তাদের উপনিবেশ গড়ে তুলেছিলো। **১৭৭৩** সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে “**চা আইন**” পাশ হলে এর মার্কিনীরা ইউরোপীয় বণিকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ “**বোস্টন চা পার্টি**” আয়োজন করে যেখানে চা ভর্তি জাহাজ আটলান্টিক মহাসাগরে ফেলে দেয়া হয়। বলে রাখা ভালো, আমেরিকা এবং বাংলাদেশ ছাড়া আর কোনো দেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র নেই। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্রিটেনের পক্ষে সেনাপতি ছিলেনঃ **লর্ড কর্নওয়ালিস**

পরবর্তীতে **০২ জুলাই, ১৭৭৬ – থমাস জেফারসন** আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা করেন এবং **আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন**।

তার ২দিন পর, **০৪ জুলাই, ১৭৭৬ আমেরিকার কংগ্রেসে এই ঘোষণাপত্রটি পাস হয়**। তাই **আমেরিকার স্বাধীনতা দিবসঃ ০৪ জুলাই**.

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ফ্রান্স সরাসরি আমেরিকাকে সমর্থন করে। ফলে ফ্রান্সের অর্থনীতিতে সংকট দেখা দেয় এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্সে ফরাসি বিপ্লব হয়। আমেরিকার স্বাধীনতা লাভের ১১০ বছর পর, ফ্রান্স আমেরিকাকে **১৮৮৬ সালে স্ট্যাচু অব লিবার্টি উপহার দেয়**। অন্যদিকে ফরাসি বিপ্লবের ১০০ বছর পর আমেরিকা ফ্রান্সকে **১৮৮৯ সালে আইফেল টাওয়ার উপহার দেয়**।

আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলনের নায়কঃ **জর্জ ওয়াশিংটন**

ফলাফলঃ ১৭৮৩ সালে প্যারিসে ১ম ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটেন আমেরিকার স্বাধীনতা মেনে নেয়। [২য় ভার্সাই চুক্তিঃ ১৯১৯]

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ (১৮৬১-৬৫)

স্বাধীনতার প্রায় ১০০ বছর পর, ১৮৬১-৬৫ সালে আমেরিকায় একটি গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয় **southern states** এবং **northern federal states** এর মধ্যে। এই গৃহযুদ্ধে **northern federal states** জয়ী হয়।

গৃহযুদ্ধ চলাকালীন আমেরিকার ১৬তম প্রেসিডেন্ট ছিলেনঃ **আব্রাহাম লিংকন**, যাকে **সং প্রতিবেশী নীতির প্রবক্তা** বলা হয়।

ফলাফলঃ আব্রাহাম লিংকন – **১৮৬৩ সালে দাসপ্রথার বিলুপ্তি ঘটান**, কিন্তু ১৮৬৫ সালে তিনি উইলক্স বুথ নামক আততায়ীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন হন।

আব্রাহাম লিংকনের বিখ্যাত উক্তিঃ **Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the Earth.**

ট্রাফালগার যুদ্ধ (২১ অক্টোবর, ১৮০৫)

ইউরোপে সামরিক শক্তির দিক দিয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী ছিলো স্প্যানিশ সাম্রাজ্য যা তৎকালীন নেপলিওনের অধীনে ছিল। ইউরোপে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করার জন্যে তাদের সামনে ছিলো শুধু একটি বাধা, যা ছিলো ব্রিটেনের দি রয়েল নেভি। এই যুদ্ধে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে স্পেন ও ফ্রান্স যৌথ ভাবে যুদ্ধ করে।

স্প্যানিশ ৩৩টি যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে এডমিরাল **ভিলনভস স্পেনের কেপ ট্রাফালগারের কেডিজ** নামক স্থানের দিকে রওনা দেয়। অপরদিকে ২৭টি ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ এডমিরাল **নেলসনের** নেতৃত্বে এগিয়ে যায় যুদ্ধের দিকে। সকাল ১১ টার দিকে লর্ড নেলসন তার জন্মভূমি ইংল্যান্ডে একটি বার্তা পাঠায়, যাতে লেখা ছিলোঃ “**প্রত্যেকটি সৈনিক নিষ্ঠার সাথে তার দায়িত্ব পালন করবে**”।

এই যুদ্ধে প্রায় ৮০০০ ফ্রেঞ্জ-স্প্যানিশ সৈন্য মারা যায় এবং প্রায় ৭০০০ ফ্রেঞ্জ-স্প্যানিশ সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। অপরদিকে ব্রিটেনের প্রায় ২০০০ সৈন্য মারা যায়। যুদ্ধে ফ্রেঞ্জ-স্প্যানিশ নৌবাহিনী ব্রিটিশ রয়েল নেভির কাছে আত্মসমর্পণ করে। ব্রিটিশ নৌবাহিনীর সেনাপতি এডমিরাল **নেলসন এই যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।**

এটি ব্রিটেনের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় নৌ-বিজয় হিসেবে গণ্য করা হয় কারণ ১ম বিশ্বযুদ্ধের আগ পর্যন্ত কোনো দেশ ব্রিটেনকে এত গুরুত্বর ভাবে আক্রমণ করে নি।

ট্রাফালগার স্মারঃ সেন্ট্রাল লন্ডন, ইংল্যান্ড

ওয়াটারলু যুদ্ধ (১৮ জুন, ১৮১৫)

পক্ষঃ ফ্রান্স বনাম ব্রিটেন, প্রুশিয়া (জার্মানি) সহ মোট ৭টি দেশের জোট

বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসের কিছুটা দূরে **সোনিয়ান বনাঞ্চলের** পাশে ওয়াটারলু-এর অবস্থান। ব্রিটিশ সৈন্যদের নিয়ে এখানে হাজির হয়েছেন **ব্রিটিশ সেনাপতি আর্থার ওয়েলসলি**। তখন সকাল বেলা, গতরাতে বৃষ্টি হয়েছে, ফলে রাস্তা ভেজা। তখন **প্রুশিয়া সেনাপতি ব্লুচার** ও তার সৈন্যরা সেখানে পৌঁছায়নি-তারা পৌঁছেছিলো দুপুরের দিকে। ব্রিটিশ-নেদারল্যান্ডস-প্রুশিয়াদের যৌথ বাহিনীতে প্রায় ৬৮ হাজার সৈন্য ছিলো। ওয়াটারলু-এর পাশে সোনিয়ান বনভূমি ব্রিটিশ সৈন্যদের একটি প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো। বনভূমির অপরদিকে ঢালু জমিতে নেপোলিয়ন তার সেনাদের নিয়ে সমাবেত হয়েছিল। কিন্তু বৃষ্টির কারণে রাস্তা ভেজা থাকায় নেপোলিয়ন তার সকল কামান নিয়ে আসতে পারেনি। যদিও ফ্রান্সের কামান সংখ্যা ব্রিটিশদের যৌথ বাহিনীর কামান সংখ্যার চেয়ে বেশি ছিলো।

এ অবস্থায় নেপোলিয়ন একটি কৌশলগত ভুল করে বসে, যার খেসারত তাকে দিতে হয়েছিল যুদ্ধে পরাজিত হয়ে। নেপোলিয়ন ভেবেছিলো দুপুরের দিকে রাস্তা শুকিয়ে গেলে সকল কামান নিয়ে এসে ব্রিটিশদের হারিয়ে দিবে। কিন্তু সকালে যদি নেপোলিয়ন আক্রমণ করতো, তাহলে তার সামনে থাকতো শুধুমাত্র ব্রিটিশ-নেদারল্যান্ডস যৌথ বাহিনী। কারণ, প্রুশিয়া সৈন্যরা দুপুরের দিকে এসে পৌঁছেছিলো।

বেলা ১১ টার দিকে যুদ্ধ শুরু হলে ফ্রান্স বেশ সুবিধাজনক স্থানে চলে আসে এবং ব্রিটিশদের ক্যাম্প দখল নিতে থাকে। কিন্তু দুপুরের দিকে প্রুশিয়া সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছালে ব্রিটিশ সেনাপতি ওয়েলসলি প্রুশিয়া সেনাপতি ব্লুচারকে অন্যদিক দিয়ে ফ্রেঞ্চ সেনাদের আক্রমণ করতে বলে। ব্রিটিশ-নেদারল্যান্ডস-প্রুশিয়া মিলিত আক্রমণে ফ্রেঞ্চ বাহিনী পরাজিত হয় এবং আত্মসমর্পণ করে।

যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বেলজিয়াম থেকে দেশে ফিরলে ফ্রান্সে নেপোলিয়নের রাজনৈতিক সমর্থন কমে যায়। ফলে নেপোলিয়ন তার ছেলেকে সম্রাট ঘোষণা করে আমেরিকার উদ্দেশ্যে দেশ ছাড়েন। কিন্তু বন্দরে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর টহলের ফলে তা আর হয়ে ওঠে না। নেপোলিয়ন জানতেন, তিনি প্রুশিয়াদের সাথে যেরকম ব্যবহার করেছেন, এতে যদি তিনি প্রুশিয়া সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন, তবে তাকে সহিতে হবে নিদারুণ যন্ত্রণা। তাই তিনি ব্রিটিশ নৌবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। পরবর্তীতে **১৮শ লুই ফ্রান্সের ক্ষমতা দখল করেন**।

উল্লেখ্য রাজা ১৬শ লুইয়ের পতনের মাধ্যমে ফ্রান্সে ফরাসি বিপ্লবের সমাপ্তি হয়। ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই বাস্তিল দূর্গ আক্রমণের মাধ্যমে ফরাসি বিপ্লবের সূচনা ঘটে।

ব্রিটিশ নৌবাহিনী নেপোলিয়নকে আটলান্টিক মহাসাগরের ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত করে, এবং **০৫ মে, ১৮২১ সালে মারা যান।**

চীনের আফিম যুদ্ধ

পাড়া মহল্লার চায়ের দোকানগুলোতে ‘চায়ের কাপে ঝড়’ ব্যাপারটার সাথে হয়তো আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। কিংবা ছোটবেলায় Phrase and idioms পড়তে গিয়ে ‘Storm in a tea cup’ নিশ্চয়ই পড়েছেন। খেলাধুলা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনার একপর্যায়ে তুমুল যুদ্ধ হরহামেশাই ঘটে থাকে। তবে এ যুদ্ধ কথার কথা হলেও, **ইতিহাসে চা কে কেন্দ্র করে যে সত্যিকার অর্থেই এক ভয়ংকর যুদ্ধের সূচনা ঘটেছিলো**, সে গল্প হয়তো এতটা পরিচিত নয়। কিন্তু নামটা বেশ পরিচিত, আফিম যুদ্ধ। চীন এবং ব্রিটেনের মাঝে ঘটে যাওয়া ইতিহাসের অন্যতম এক বিতর্কিত যুদ্ধ। আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় এটিই।

আফিম যুদ্ধের পেছনে শুধুমাত্র চা-কে একতরফা ভাবে দায়ী করা ঠিক হবে না। অনেকগুলো ছোট ছোট ঘটনার ফলাফল এ যুদ্ধের মহল তৈরি করতে সহায়তা করেছিলো। ঘটনার সূত্রপাত ১৮ শতকের শেষদিকে। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে **ইউরোপিয়ানদের কাছে চীনের পোর্সেলিন, সিল্ক এবং চায়ের চাহিদা ছিলো প্রচুর পরিমাণে**। বিশেষ করে চা। কিন্তু বিনিময়ে অন্য দেশের পণ্যের বিষয়ে চীনাদের কোনো আগ্রহ ছিলনা। সুতরাং, এখানে এক অসম ব্যবসায়ের সূত্রপাত ঘটে।

যেহেতু চীনকে দেওয়ার মতো ব্রিটিশদের কাছে অন্য কোনো পণ্য ছিলো না, সেহেতু **চায়ের বিনিময়ে চীন সিলভার কয়েন দাবী করে বসে**। কেননা চীনে শুধুমাত্র সিলভারেরই অপ্রতুলতা ছিল। ধীরে ধীরে ব্রিটিশদের রাজকোষ ফাঁকা হতে শুরু করে। এছাড়া, **সম্পূর্ণ চীনের শুধুমাত্র একটা বন্দরে ব্রিটিশদের বাণিজ্য করার অনুমতি ছিল — ক্যান্টন**। সবকিছু মিলিয়ে ব্রিটিশদের আসলেই পোষাছিল না। তাদের টার্গেট ছিলো, যেভাবেই হোক চীনের এই বিশাল বাজার দখলে আনতে হবে। তো তারা এক অভিনব উপায় বের করে, যা তাদেরকে বানিয়েছিলো ইতিহাসের ভয়ংকর এক মাদক ব্যবসায়ী।



ক্যান্টন পোর্ট, চীন

সেসময় বাংলার মাটিতে শাক সবজির পাশাপাশি আরও একটা জিনিস খুব ভালোভাবে চাষ করা সম্ভব ছিলো, সেটা হলো পপি। এই পপির বীজ থেকে পাওয়া যেত আফিম, যা মরফিন এবং হেরোইন-এর প্রধান উপকরণ। তো **ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি এই আফিম বিক্রি শুরু করে চীনে**। কিন্তু সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় চীনের কঠোর নিয়মনীতি। **চীনে আফিমকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়**। ফলে ব্রিটিশদের নিতে হয় অন্য এক পথ। **মাদক পাচার**। ধীরে ধীরে চীনের সৈনিক থেকে শুরু করে সাধারণ জনগন আফিমে আসক্ত হতে থাকে এবং আফিমের চাহিদাও বাড়তে থাকে।

আফিম থেকে ব্রিটিশরা যে লাভ পেত আবার সেটা ব্যবহার করেই চীনের কাছ থেকে চা কিনতে শুরু করে তারা। সব মিলিয়ে চীনের রাজা এ ব্যাপারে খুবই ক্ষুব্ধ হন। তিনি চীন থেকে সকল ধরনের আফিম নষ্ট করে ফেলার নির্দেশ দেন। তার আদেশেই **ক্যান্টন বন্দরে প্রায় ১.২ মিলিয়ন কেজি আফিম নষ্ট করে ফেলা হয়** বা সাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। ফলে ব্রিটিশ আফিম ব্যবসায়ীরা বেশ ক্ষুব্ধ হয়। ধীরে ধীরে চীন এবং ব্রিটিশদের সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটতে থাকে।



পপি ফলের বীজ

ব্যবসায়ীদের চাপের মুখে ১৮৩৯ সালের দিকে ব্রিটিশরা চীনের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করে। এটাই প্রথম আফিম যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৮৩৯ থেকে ১৮৪২ পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলমান ছিলো। আফিমের নেশায় আসক্ত চীনা সেনাবাহিনী ব্রিটিশদের সামনে বলতে গেলে দাঁড়াতেই পারেনি। প্রথম আফিম যুদ্ধে চীনের পরাজয় ঘটে খুব সহজেই। যদিও এত সহজে এ ঘটনা ব্যাখ্যা করা বেশ মুশকিল। এ যুদ্ধের ঘটনা বেশ জটিল এবং বিতর্কিত। ১৮৪২ সালের ২৯ আগস্ট নানকিং চুক্তির মাধ্যমে প্রথম আফিম যুদ্ধের অবসান ঘটে। এ চুক্তি অনুসারে ব্রিটিশদেরকে চীন সিলভার কয়েনে ২১ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ দেয় এবং সেই সাথে ক্যান্টনের পাশাপাশি আরও ৪ টি বন্দর বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে হয়। এভাবে চীনের একচেটিয়া ব্যবসার অবসান ঘটে। কিন্তু এত কিছু পরেও ব্রিটিশরা আফিম ব্যবসাকে চীনে বৈধতা দিতে পারেনি। ফলে আরও কয়েক বছর ধরে চলে আফিমের অবৈধ চোরাচালান, যা দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিলো।



প্রথম আফিম যুদ্ধ

প্রথম আফিম যুদ্ধের চুক্তিতে ব্রিটিশরা পুরোপুরি সন্তুষ্ট ছিল না। পরবর্তীতে তাদের সাথে আরও যোগ দেয় ফ্রান্স এবং আমেরিকা। তারা একসাথে হয়ে ১৮৫৬ সালের দিকে চীনের কাছে চুক্তি সংশোধনের দাবী জানায়। কিন্তু চীন কোনোভাবেই আবার চুক্তি সংশোধনের ব্যাপারে রাজি হয়না। ফলে পরিস্থিতি আবার উত্তপ্ত হতে শুরু করে। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতি চূড়ান্ত পরিণতি পায় ‘arrow’ নামে একটি ছোট্ট জাহাজকে কেন্দ্র করে। জাহাজটি মূলত ছিলো চীনা জাহাজ। কিন্তু জাহাজটি হংকং এর এক ব্রিটিশ কম্পানির কাছে রেজিস্ট্রিকৃত ছিলো। ফলে জাহাজে ব্রিটিশ পতাকা লাগানো ছিলো। ঐ বছরই ৪ঠা অক্টোবর এক কুখ্যাত জলদস্যু ধরতে গিয়ে ৪ জন চীনা অফিসার ৬০ জন সৈন্যসমেত ঐ জাহাজে উঠে পড়ে। ধস্তাধস্তিতে জাহাজে থাকা ব্রিটিশ পতাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই ঘটনাকে অজুহাত বানিয়ে ব্রিটিশরা পতাকা অবমাননার দায়ে চীনকে ক্ষমা চাইতে বলে। কিন্তু চীন এ ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানায়। এবং ফলাফলস্বরূপ শুরু হয় দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ। এ যুদ্ধে ফ্রান্সও এগিয়ে আসে ব্রিটিশদের সাথে এবং আবারও চীনের পরাজয় ঘটে। চীনের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটার পরে তারা নতুন চুক্তি করতে বাধ্য হয়। এ চুক্তিতে চীনকে আরও কিছু সমুদ্রবন্দর ছেড়ে দিতে হয় এবং এতদিন ধরে ব্রিটিশরা যে কারণে যুদ্ধ করে গেল সে আশা পূরণ হয় শেষ পর্যন্ত। অবশেষে নতুন চুক্তিতে চীনে আফিম বাণিজ্য বৈধ ঘোষণা করা হয়।



দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ

অনেকের মতে আফিম যুদ্ধের পেছনে আফিম ছিল একটা অজুহাত মাত্র। মূলত চীনের ওপর ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবেরই প্রতিফলন হিসেবে শুরু হয়েছিলো এই আফিম যুদ্ধ। এই যুদ্ধের ফলাফলে চীনকে উন্মুক্ত করেছিলো পুরো বিশ্বের বাজারে। কিন্তু চীনাদের কাছে এ যুদ্ধের ফলে করা চুক্তিগুলো ছিলো বড়ই অপমানের। চীনের ইতিহাসে এ ঘটনাকে উল্লেখ করা হয়েছে ‘Century of humiliation’ হিসেবে।

তো আফিম যুদ্ধের এই বিতর্কিত ইতিহাস হয়তো আজও কোনো চায়ের দোকানে ‘চায়ের কাপে ঝড়’ তোলার মত বিষয়বস্তু। কিংবা সকালে ঘুম থেকে উঠে এক কাপ চায়ে একটু চুমুক দিয়ে আপনিও ভাবতে পারেন, ‘যদি আফিম যুদ্ধ না হতো, তাহলে আপনার হাতের এক কাপ চা কি এতো সহজে আপনার আপনার হাত পর্যন্ত পৌঁছাতে পারতো?’